দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 30 JUL 1988 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 4 কলাম 3 ... ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

প্রকৌশল ডিপ্লোমা পরীক্ষার ফল প্রকাশ করুন

আমি বগুড়া পলিটেকনিক হইতে (জানু-মার্চ) ১৯৮৮ সালে প্রকৌশল ডিপ্লোমা যান্ত্রিক প্রযুক্তি বিদ্যায় একজন নিয়মিত ছাত্র হিসাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। আমাদের পরীক্ষা শুরু হয় জানুয়ারী মাসে কিন্তু দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নানা প্রতিকূলতার জন্য আমাদের পরীক্ষা যথাসময়ে শেষ না হয়ে মার্চ মাসে শেষ হয়। পরীক্ষা শেষেই আবার শুরু হয় ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং যার সময়সীমা ছিল দুই মাস। আমাদের ট্রেনিং যথাসময়ে অর্থাৎ ২৬শে মে/৮৮তে শেষ হয়। তিনমাসাধিককাল অতিবাহিত হতে চলল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এমনিতেই আমাদের ৩ বছরের কোর্স শেষ করতে ৫ বছর লেগেছে। অনেকেরই চাকরির বয়সসীমা শেষ হয়ে গেছে। আবার অনেকের বয়স ২/৪ মাস বাকী আছে।

সবাই উন্মুখ হয়ে বসে আছে ফলাফল প্রকাশের অপেক্ষায়। অভিভাবকগণ সবাই চান আমরা অতিসত্বর ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মজীবনে প্রবেশ করি। অথচ ফলাফল প্রকাশের কোন প্রকার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে না।

অতএব বাংলাদেশ কারিগরি বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল প্রার্থনা, আমাদের প্রকৌশল ডিপ্লোমা পরীক্ষার ফলাফল অনতিবিলম্বে প্রকাশ করুন।

এস, এম, আবু সাঈদ,
গ্রাম ও পোঃ কুলকান্দি,
উপজেলা ইসলামপুর,
জেলা-জামালপুর।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধ বাড়াবেন না

রমজান, ঈদ ও গ্রীষ্মের বন্ধসহ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় দুই মাস যাবৎ বন্ধ রয়েছে। আগামী জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে খোলার কথা এবং সেই সাথে নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী কোর্স পদ্ধতির বিভিন্ন অনুষদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে এক ছাত্র হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে রাজশাহীর বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মাঝে এক উত্তেজনার ভাব বিরাজ করছে। যার ফলে শোনা যাচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট সময়ে না খুলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হবে। এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দিনের পর দিন বন্ধ থাকে তার পরও যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের মত ভুক্তভোগী ছাত্র-ছাত্রীরা কোথায় যেয়ে দাঁড়াবে। যেখানে তিন বছরের অনার্স শেষ করতে লাগে পাঁচ/ছয় বছর, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে ছাত্রদের চাকরির বয়স থাকে না। এরপরও কর্তৃপক্ষ থাকেন নীরব। তাই আমরা আশা করবো বর্তমানে উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধান করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট সময়ে খোলা হবে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কাজল লোহানী, তৃতীয় বর্ষ
ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।